ENERGY FEED PREMIX

এনার্জি ফিড প্রিমিক্স

উপাদানঃ

প্রতি কেজিতে আছে-

গ্লাইকোলিক প্রোপিয়নেটস্ - ১০২ গ্রাম

গ্লাইকোলিক এমাইনো এসিড - ২.০ গ্রাম

এনার্জি ফিড প্রিমিক্স কি?

এনার্জি ফিড প্রিমিক্স একটি নতুন ধরনের এনার্জির উৎস, এটি গবাদি প্রাণীর দেহে গ্লুকোজ তৈরী ও গ্লুকোজ ভেঙ্গে প্রচুর পরিমান এটিপি (ATP) তৈরী করে এনার্জি সরবরাহ করে।

১ কেজি এনার্জি ফিড প্রিমিক্স ১০ কেজি ভূট্টা ও ৬ কেজি বাইপাস ফ্যাট এর সমপরিমান এনার্জি সরবরাহ করে কারন ১ কেজি এনার্জি ফিড প্রিমিক্স ৭৭৫০০ কিঃ ক্যালারী শক্তি প্রদান করে যা ভূট্টার চেয়ে প্রায় ২০ গুন এবং বাইপাস ফ্যাটের চেয়ে প্রায় ১০ গুন অধিক এনার্জি সরবরাহ করে থাকে।

গাভীতে এনার্জি ফিড প্রিমিক্সের ভূমিকাঃ

গাভীর গর্ভাস্থায় শেষের তিন সপ্তাহ (২১ দিন) ও প্রসব পরবর্তী তিন সপ্তাহ (২১ দিন) সময়কে ট্রানজিশন পিরিয়ড বলা হয়। এ সময় গাভীতে ফিটাস ও ম্যামারী গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধির জন্য এবং প্রসব পরবর্তী শালদুধ ও দুধ উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমান এনার্জি প্রয়োজন হয় কিন্তু সেই সময় গাভীতে খাদ্য গ্রহনে অনিহা দেখা দেয় ফলে গাভীতে নেগেটিভ এনার্জি ব্যালেন্স হয় তখন গাভী তার শরীরের ফ্যাট ভেঙ্গে এনার্জি উৎপাদন করে এবং এই সময় নন-ইস্টারিফাইড ফ্যাটি এসিড (NEFA) ও কিটোন বডি (BHBA) তৈরী করে যা ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (Fatty Liver Disease) ও কিটোসিস রোগ সহ অন্যান্য মেটাবলিক রোগের কারন। এনার্জি ফিড প্রিমিক্স উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা কারন এনার্জি ফিড প্রিমিক্স প্রচুর পরিমান গ্লুকোজ ও ইনসুলিন বৃদ্ধির মাধ্যমে ATP তৈরী করে ফলে নেগেটিভ এনার্জি ব্যালেন্স হয় না ফলে ফ্যাট ভাঙ্গা প্রতিরোধ হয় এবং নন-ইস্টারিফাইড ফ্যাটি এসিড (NEFA) ও কিটোন বডি (BHBA) উৎপাদন হয় না, ফলশ্রুতিতে কিটোসিস ও ফ্যাটি লিভার ডিজিজ সহ অন্যান্য মেটাবলিক রোগ হওয়ার সম্ভবন থাকে না।

গাভীর নেগেটিভ এনার্জি ব্যালেন্স

মেটাবলিক সমস্যা

১. কিটোসিস
২. হাইপোক্যালসিমিয়া
৩. ফ্যাটিলিভার
৪. ম্যাস্টাইটিস
৫. ডিসপ্লেসমেন্ট অব এবোমাসাম

রিপ্রোডাকটিভ সমস্যা

১. রিটেনশন অব ফিটাল মেমব্রেন
২. মেট্রাইটিস
৩. এন্ডোমেট্রাইটিস

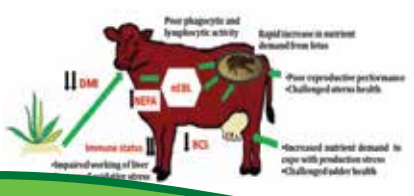

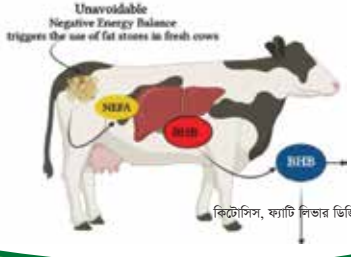

এনার্জি ফিড প্রিমিক্স
ENERGY
FEED PREMIX

এক নজরে-ব্যবহার

গাভীঃ

১. নেগেটিভ এনার্জি ব্যালেন্স প্রতিরোধ করে।
২. ম্যামরী গ্ল্যান্ড ও ওলান বড় করতে সহায়তা করে।
৩. দূর্বল ও অসুস্থ গাভীতে দ্রুত এনার্জি সরবরাহ করে।
৪. মেটাবলিক ডিজিজ কিটোসিস ও মিল্ক ফিভার প্রতিরোধে ও চিকিৎসায় ভাল সুফল পাওয়া যায়।
৫. বকনা ১২-১৩ মাসের মধ্যেই হিটে আসে।
৬. গর্ভফুল আটকে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
৭. রিপিড ব্রিডিং প্রতিরোধ করে।
৮. গাভীর প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য হীনতা দূর করে।
৯. ফ্যাটি লিভার সিনড্রোম প্রতিরোধ করে।
১০. দুগ্ধদানকালীন সময়কে দীর্ঘায়িত করতে।
১১. দুধের উৎপাদন বাড়ায় (১০-১৫%)।
১২. প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়।
১৩. মেট্রাইটিস, ম্যাস্টাইটিস, এনেস্ট্রাস এবং ওভারিয়ন সিস্ট প্রতিরোধ করে।
১৪. হিট স্ট্রেস প্রতিরোধ করে।

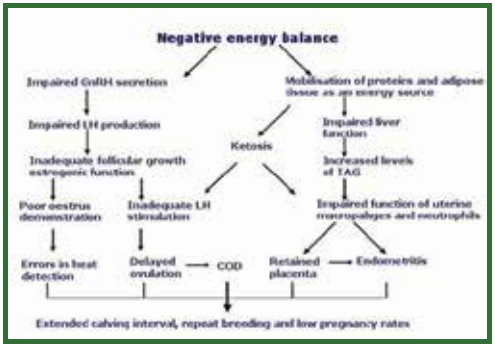

ষাঁড়ঃ

১. ৪৫-৬০ দিনের মধ্যেই ষাঁড়ের কাঙ্খিত ওজন বৃদ্ধি করে।

বাছুরঃ

১. বাছুরের গ্রোথ বৃদ্ধি করে।
২. দুর্বল বাছুরে দ্রুত এনার্জি সরবরাহ করে।

মাত্রা ও প্রয়োগঃ

ট্রানজিশন পিরিয়ডে ও দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীতেঃ
২৫-৫০ গ্রাম প্রতিদিন খাদ্য/পানির সাথে খাওয়াতে হবে।

ষাঁড়ঃ ২৫-৫০ গ্রাম প্রতিদিন খাদ্য/পানির সাথে খাওয়াতে হবে।

বাছুরঃ ০৫-১০ গ্রাম প্রতিদিন খাদ্য/পানির সাথে খাওয়াতে হবে।

ফিডঃ প্রতিটন ফিডে ১ কেজি এনার্জি ফিড প্রিমিক্স।

সরবরাহঃ

৫০০ গ্রাম প্লাস্টিক স্যাশেট।

** পেরু থেকে আমদানিকৃত

AROCAL-VET

এ্যারোক্যাল-ভেট

একটি তরল খাদ্য সম্পূরক

উপাদানঃ

প্রতি ২০ মিলি সলিউশনে আছে-

ক্যালসিয়াম	-	৩২৫.৬ মি.গ্রা.
ফসফরাস	-	১৬৭.৭ মি.গ্রা.
ভিটামিন ডি৩	-	১৬০০ আই.ইউ.
ভিটামিন বি১২	-	২০ মাইক্রো গ্রা.
কোলিন ক্লোরাইড	–	২৫ মি.গ্রা.

গবাদিপশুর গর্ভকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে শরীরিক সুস্থ্যতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে, প্রজনন ক্ষমতা ঠিক রাখতে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং উৎপাদনকাল দীর্ঘস্থায়ী করতে এ্যারোক্যাল-ভেট এর মধ্যে আছে গুরুত্বপূর্ন ২টি ম্যাক্রোমিনারেলস, ২টি ভিটামিন এবং কোলিন ক্লোরাইড।

বিশেষত্বঃ গবাদিপশুর গর্ভকালীন অবস্থা এবং প্রসবপরবর্তী সময়ের জন্য এ্যারোক্যাল-ভেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।
এ্যারোক্যাল-ভেট এ ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস একটি সুনির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। ক্যালসিয়াম গবাদিপশুর শারিরীক গঠনকে (হাঁড়, দাঁত, ক্ষুর) মজবুত করে তেমনি পরবর্তীতে এটি গবদিপশুর গর্ভকালীন সময়ে বাছুরের শারিরীক গঠন ও সুস্থতা দানেও অত্যন্ত জরুরী। প্রসব পরবর্তী সময়ে দুধের উৎপাদন ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখে। ফসফরাস-ফ্যাট, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট ভেঙ্গে শক্তি তৈরিতে সহায়তা করে। ফসফরাইলেশন এর মাধ্যমে এটি অন্যান্য হরমোন এবং এনজাইম এর কাজকে ত্বরান্বিত করে। ফসফরাস গবাদিপশুর প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ্যারোক্যাল এ বিদ্যমান ভিটামিন ডি৩ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের শোষন এবং মেটাবলিজমে এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। ভিটমিন বি১২ রক্ত তৈরীতে ও মেটাবলিজমে এ সহায়তা করে।

এ্যারোক্যাল-ভেট এর বিশেষত্ব হচ্ছেঃ এতে রয়েছে কোলিন ক্লোরাইড যা ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং হিট স্ট্রেস প্রতিরোধ করে।

ব্যবহারক্ষেত্রঃ

১. দুধের উৎপাদন বাড়াতে এবং উৎপাদনকাল দীর্ঘস্থায়ী করতে
২. গবাদিপশুর শারীরিক কাঠামো মজবুত করতে
৩. হাইপোক্যালসিমিয়া এবং মিল্কফিভার প্রতিরোধে
৪. ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং হিট স্ট্রেস প্রতিরোধে
৫. ওসটিওম্যালসিয়া ও রিকেট প্রতিরোধ করে

মাত্রা ও প্রয়োগঃ

বড় গরুঃ দৈনিক ৫০-১০০ মি.লি এ্যারোক্যাল-ভেট খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
বাছুর/ছাগল/ভেড়াঃ দৈনিক ৪০ মি.লি এ্যারোক্যাল-ভেট খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

সরবরাহঃ ১ লিটার ও ৫ লিটার জার।

এক্সজেলিট

x zelit®

ট্রানজিশন পিরিয়ড হচ্ছে গাভীর জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে সঠিক পরিচর্যা এবং খাদ্যব্যবস্থপনাই পারে একটি গাভীকে দীর্ঘসময় ধরে একই ভাবে উৎপাদনে সক্ষম রাখতে এবং জাতভেদে তার থেকে সর্বোচ্চ দুধের উৎপাদন নিশ্চিত করতে। ট্রানজিশন পিরিয়ডের শুরু হয় মূলত ড্রাই পিরিয়ড দিয়ে। মূলত বাচ্চা প্রদানের ৬-৮ সপ্তাহ পূর্বেই ড্রাই পিরিয়ড শুরু করতে হয় ড্রাই কাউ ম্যানেজমেন্টস এর পুরো সময়টাকে দুটি গুরুত্বপর্ন ধাপে ভাগ করা হয়েছে ১. ফার অফ পিরিয়ড (৬-৮ সপ্তাহ) ২. ক্লোজ আপ পিরিয়ড (২-৩ সপ্তাহ) মূলত বাচ্চা প্রদানের ২-৩ সপ্তাহ (১৪-২১ দিন) পূর্বের সময়টাকে বলে ক্লোজ আপ ড্রাই পিরিয়ড। এই সময়ের খাদ্যব্যবস্থাপনাকে শতভাগ কার্যকরী করতে X-Zelit একটি অত্যন্ত আধুনিক, সহজ ও সঠিক সমাধান। এটি বাচ্চা প্রদানের সময় গাভীর শরীরে ক্যালসিয়ামের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

গাভীর বাচ্চা প্রসবের পরে ক্যালসিয়াম অভাবে সাধারণত ক্লিনিক্যাল (মিল্ক ফিভার) ও সাব-ক্লিনিক্যাল হাইপোক্যালসিমিয়ায় হয়ে থাকে।

X-Zelit এমন একটি প্রোডাক্ট যা গাভীর ক্লোজ আপ ড্রাই পিরিয়ডে ব্যবহারে ক্লিনিক্যাল (মিল্ক ফিভার) ও সাব-ক্লিনিক্যাল হাইপোক্যালসিমিয়া প্রতিরোধ করে।

X-Zelit গাভীর প্যারাথাইরয়েড হরমোন সিস্টেম একটিভ করে গাভীর হাড় থেকে নিজস্ব ক্যালসিয়াম উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল করে, যা গাভীর প্রসব কালীন সময়ে পর্যাপ্ত পরিমানে ক্যালসিয়ামের সরবরাহ নিশ্চিত করে ফলে মিল্ক ফিভার সহ গাভীর অন্যান্য মেটাবলিক রোগ প্রতিরোধ হয়।

x zelit® ব্যবহার এর সুবিধাসমূহঃ

১. বাচ্চা প্রদানকালীন সময়ে গাভীর শরীরে ক্যালসিয়াম এর সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে।
২. মিল্কফিভার প্রতিরোধ করে।
৩. কিটোসিস প্রতিরোধ করে।
৪. গর্ভফুল আটকে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
৫. প্রসবকালীন জটিলতা কমায়।
৬. ম্যাস্টাইটিস প্রতিরোধ করে।
৭. মেটাবলিক ডিজিজ প্রতিরোধ করে।
৮. মেট্রাইটিস প্রতিরোধ করে।
৯. গাভী সঠিক সময়ে হিটে আসে।

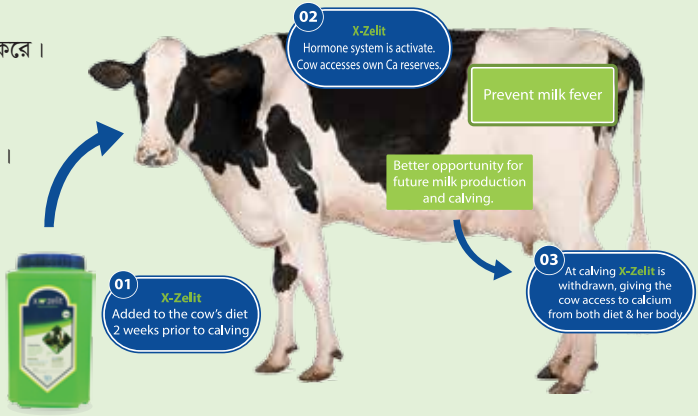

মাত্রা ও প্রয়োগঃ

শুধু মাত্র বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পূর্ব থেকে ডেলিভারির আগ পর্যন্ত ব্যবহার্য
গাভীঃ ১০০-২০০ গ্রাম প্রতিদিন খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।